আখিরাতের সফলতা

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

সৃষ্টি জগতের বর্তমান অধ্যায়ের নাম আদ্ দুনিয়া।

সৃষ্টি জগতের পরবর্তী অধ্যায়ের নাম আল আখিরাত।

১। বর্তমান সৃষ্টি জগত বা বিশ্বজাহান সর্বজ্ঞানী সর্বকুশলী সর্বশক্তিমান আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি

সৃষ্টির সূচনায় বিশ্বজাহানের সব কিছু যুক্ত অবস্থায় ছিলো। পরে আল্লাহ এইগুলোকে পৃথক করে দেন।

... أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط (আল-আম্বিয়া ॥ ৩০)

'অবশ্যই আসমান ও পৃথিবী যুক্ত অবস্থায় ছিলো। অতঃপর আমি এইগুলোকে পৃথক করে দিয়েছি।'

আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্ব জাহান ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হতে থাকে।

আজকের বিশ্বজাহান বিশ লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃত। অগণিত জ্যোতিষ্ক ছড়িয়ে আছে এর সর্বত্র।

বিশাল আকৃতির কোটি কোটি তারকা, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি মহাশূন্যে দ্রুত বেগে ছুটে চলছে।

وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ . (ইয়া-সীন ॥ ৪০)

'সকল কিছুই মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে।'

সূর্যও একটি তারকা। এই সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়।

অর্থাৎ তের লক্ষ পৃথিবী পাশাপাশি রাখলে যতোটুকু স্থান দখল করবে সূর্য একাই ততোটুকু স্থান দখল করে আছে।

২। বিশ্বজাহানের বিশালতার তুলনায় পৃথিবী খুবই ছোট্ট একটি স্থান

ছোট্ট হলেও এই পৃথিবী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান

নানা কারণে পৃথিবীর এই গুরুত্ব। যেমন,

(১) আল্লাহ পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করে তৈরি করেছেন।

اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا. (আয্যুখরুফ ॥ ১০)

'যিনি তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন।'

(২) আল্লাহ এই পৃথিবীকে মহা সম্পদ-সম্ভারে পরিপূর্ণ করেছেন।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ . (আল আ'রাফ ॥ ১০)

'আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য এতে জীবনোপকরণ সৃষ্টি করেছি।'

وَاتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ ط وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لَاتُحْصُوْهَا. (ইবরাহীম ॥ ৩৪)

'তোমরা যা চাও (অর্থাৎ তোমাদের চাহিদা পূরণের জন্য যা প্রয়োজন) তা সবই আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। আর তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামাতগুলো গণনা করতে চাও তা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا . (আল বাকারা ॥ ২৯)

'তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।'

(৩) আল্লাহ এই পৃথিবীর মাটি দিয়েই মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ تُرَابٍ ... (আল হাজ ॥ ৫)

'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।'

وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ . (আস্‌সাজদা ॥ ৭)

'এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে।'

মৃত্যুর পর মানুষ এই পৃথিবীর পেটেই অবস্থান করে।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا. اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا . (আল মুরসালাত ॥ ২৫-২৬)

'আমি কি পৃথিবীকে জীবিত ও মৃতদেরকে সামলিয়ে রাখার যোগ্য বানাইনি?'

এই পৃথিবীর পেট থেকেই মানুষকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে।

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى . (তা-হা ॥ ৫৫)

'এই যমীন থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবো এবং এ থেকেই আমি তোমাদেরকে বের করবো।'

(৪) আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর খালীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।

এই পৃথিবী খালীফা পদে নিযুক্তি প্রাপ্ত মানুষের কর্মক্ষেত্র।

... اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً . (আল বাকারা ॥ ৩০)

'আমি পৃথিবীতে খালীফা নিযুক্ত করছি।'

খিলাফাত

"খিলাফাত" পরিভাষাটির দুইটি প্রধান অর্থ হচ্ছে :

(ক) আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা।

[এই কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা যারা যতো বেশি প্রয়োগ করে তারা ততো বেশি বস্তুগত উন্নতি লাভ করে থাকে।]

(খ) পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল শাসন কায়েম।

[পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল শাসন কায়েম হলে সকল মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার খুঁজে পায়। ফলে পৃথিবী সুখ শান্তিতে ভরে ওঠে।]

পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল শাসন কায়েম করার অপর নাম ইকামাতুদ্ দীন।

'হুররিয়াত' (স্বাধীনতা) আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সত্তাগত চিরন্তন গুণ।

পক্ষান্তরে 'উবুদিয়াত' (দাসত্ব) সকল সৃষ্টির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মেহেরবানী করে মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্ম-প্রচেষ্টার স্বাধীনতা দান করেছেন।

আল্লাহ মানুষকে খিলাফাতের দায়িত্ব দিয়ে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন।

স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারের পুরস্কার (জান্নাত) এবং স্বাধীনতার অপব্যবহারের শাস্তি (জাহান্নাম) সম্পর্কেও মানুষকে অবহিত করেছেন।

৩। আল্লাহ্ মানুষের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছেন

আল্লাহকে কেউ দেখে না। কিন্তু আল্লাহ সকলকে এবং সবকিছুকে দেখে থাকেন।

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَاكُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ . (আলহাদীদ ॥ ৪)

'তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সংগে থাকেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।'

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ . (আলমুনাফিকুন ॥ ১১)

'তোমরা যা কিছু কর সেই সম্পর্কে আল্লাহ খবর রাখেন।'

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ. (আলে ইমরান ॥ ৫)

'অবশ্যই পৃথিবী ও আসমানের কোন কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না।'

يَعْلَمُ مَافِى السَّموٰتِ وَالاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتُسِرُّوْنَ وَمَا تَعْلِنُوْنَ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

(আততাগাবুন ॥ ৪)

'আসমান ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন। তোমরা যা কিছু গোপন কর, যা কিছু প্রকাশ কর তা তিনি জানেন। আর অন্তরে যা কিছু উদিত হয় আল্লাহ তাও জানেন।'

৪। আল্লাহ্ মানুষের কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحفِظِيْنَ . كِرَامًا كَاتِبِيْنَ . يَعْلَمُوْنَ مَاتَفْعَلُوْنَ. (আল ইনফিতার ॥ ১০-১২)

'এবং অবশ্যই তোমাদের ওপর নিযুক্ত রয়েছে পর্যবেক্ষক-সংরক্ষক। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তোমরা যা কিছু কর তা তারা জানে।'

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

(কা-ফ ॥ ১৭-১৮) .

'এবং ডান দিক ও বাম দিকে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকদ্বয় বসে রয়েছে। মানুষের মুখ থেকে এমন কোন কথা বের হয় না যা সংরক্ষণের জন্য সদা উপস্থিত সংরক্ষক থাকে না।'

بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ . (আযযুখরুফ ॥ ৮০)

'হাঁ। আমার প্রেরিতরা তাদের নিকটে থেকে লিখে চলছে।'

৫। আল্লাহ মানুষকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে পাঠান

প্রত্যেক মানুষই পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটি বছরের জন্য প্রেরিত হয়। অতপর তাকে এখান থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হয়।

وَلَكُمْ فِىْ الاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنَ . (আল আ'রাফ ॥ ২৪)

'এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই পৃথিবীতে তোমাদের অবস্থান ও জীবনোপকরণ।'

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ. (আল 'আনকাবুত ॥ ৫৬)

'(সৃষ্ট) প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনকারী।'

اَيْنَ مَاتَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتَ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ . (আননিসা ॥ ৭৮)

'তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে গিয়ে ধরবে, এমন কি তোমরা সৃদৃঢ় দুর্গের ভেতর আশ্রয় গ্রহণ করলেও।'

মৃত্যু এমন এক বিষয় যার সত্যতা নিয়ে মানব সমাজে কোন বিতর্ক নেই।

৬। আল্লাহ বর্তমান বিশ্বজাহানকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন

বর্তমান বিশ্বজাহান চিরস্থায়ী নয়।

مَاخَلَقْنَا السَّمٰوتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى . (আল আহকাফ ॥ ৩)

'এই আসমান, পৃথিবী ও এদের মধ্যবর্তী সকল কিছু আমি সত্যতা সহকারে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করিনি।

একদিন এই বিশ্বজাহান ভেংগে দেয়া হবে।

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ . وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ . وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. (আল ইনফিতার ॥১-৩)

'যখন আসমান ফেটে যাবে, যখন তারকাগুলো ছিটকে পড়বে, যখন সমুদ্রগুলো ফেটে যাবে।'

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ. وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ. (আলকারিয়া ॥৪-৫)

'সেই দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতংগের মতো হবে। পাহাড়গুলো হবে ধুনা পশমের মতো।'

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج (লোকমান ॥ ৩৪)

'কবে হবে কিয়ামাত সেই জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।'

তবে একদিন অবশ্যই বর্তমান বিশ্বজাহান ভেংগে দেয়া হবে।

৭। আল্লাহ নতুন বিন্যাসে আবার গড়বেন বিশ্বজাহান

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ . (ইবরাহীম ॥ ৪৮)

'সেই দিন পৃথিবী ও আসমানকে বদল করে নতুন বিন্যাসে তৈরি করা হবে।'

নতুন পৃথিবীর আকার হবে অনেক বড়ো।

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ . (আলইনশিকাক ॥ ৩)

'এবং যখন পৃথিবীকে করা হবে প্রসারিত।'

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا . لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا. (তা-হা ॥ ১০৬-১০৭)

'অতঃপর এই পৃথিবীকে এক সমতল ধূসর প্রান্তরে পরিণত করা হবে। তুমি এতে উঁচু-নিচু ও কোন সংকোচন দেখতে পাবে না।'

নতুন পৃথিবী পৃষ্ঠে একটি মাত্র ব্যতিক্রম হবে 'আলকাউসার' নামক একটি জলাধার।

৮। নতুন পৃথিবীর বিশাল প্রান্তরে আহকামুল হাকিমীনের আদালতে হাজির হবে সকল মানুষ

আদম (আ) থেকে শুরু করে পৃথিবীতে আগমনকারী সকল মানুষকে জীবিত করে উঠানো হবে।

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ . قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ . (ইয়া-সীন ॥ ৭৮-৭৯)

'সে বলে : কে এই হাড়গুলোকে জীবিত করবে যখন এইগুলো জীর্ণ হয়ে যাবে। বল : প্রথম যিনি সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই এইগুলোকে জীবিত করবেন। তিনিই তো সবকিছু সৃষ্টি করতে জানেন।'

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ط بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ . (কা-ফ ॥ ১৫)

'আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলাম? তারা বরং নতুন করে সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহে পড়ে রয়েছে।'

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ . (কা-ফ ॥ ১৫)

'অথচ মাটি তাদের দেহের যা কিছু খেয়ে ফেলে তা সবই আমার জানা। আর আমার কাছে এমন এক কিতাব রয়েছে যাতে সব কিছুর রেকর্ড সংরক্ষিত রয়েছে।'

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا. (আলমুজাদালা ॥ ৬)

'সেইদিন আল্লাহ তাদের সকলকে জীবিত করে উঠাবেন।'

فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ. وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ. (আযযুমার॥ ৬৮-৬৯)

'অতঃপর তারা উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে। পৃথিবী তার রবের নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আমলনামা সামনে আনা হবে।'

(ক) দুনিয়ার জীবনের কর্মকাণ্ডের বিবরণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ . (আলজাসীয়া ॥ ২৯)

'এই আমাদের তৈরি করা আমলনামা। এটি তোমাদের ব্যাপারে নির্ভুল সাক্ষ্য দিচ্ছে।'

اِقْرَاْ كِتَابَكَ ۚ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا. (বানী ইসরাঈল ॥ ১৪)

'তোমার আমলনামা পড়। আজ তোমার হিসাব নেয়ার জন্য তুমিই যথেষ্ট।'

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه. (আলযিলযাল ॥ ৭-৮)

'যেই ব্যক্তি কণা পরিমাণ নেক আমল করেছে সে তা দেখতে পাবে। আর যেই ব্যক্তি কণা পরিমাণ বদ আমল করছে সে তা দেখতে পাবে।'

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا. (আলযিলযাল ॥ ৪)

'সেই দিন ভূ-পৃষ্ঠ তার ওপর সংঘটিত সকল কিছু বর্ণনা করবে।'

(খ) ধৃষ্ট অপরাধীদের জন্য ভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে।

আল্লাহর নির্দেশে ধৃষ্ট অপরাধীদের অংগ প্রত্যংগ তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. (ইয়া-সীন ॥ ৬৫)

'এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে। তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তারা কি কি করেছিলো।'

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. (আন্ নূর ॥ ২৪)

'সেই দিন তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে তারা কি কি করেছিলো।'

شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. (হামীমুস্ সাজদা ॥ ২০)

'তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের ত্বক (চামড়া) সাক্ষ্য দেবে তারা কি কি করেছিলো।'

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً. (বানী ইসরাঈল ॥ ৩৬)

'নিশ্চয়ই তাদের কান, চোখ ও অন্তরকে জওয়াবদিহি করতে হবে।'

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِـــهِ اللهُ. (আল বাকারা ॥ ২৮৪)

'আর তোমাদের মনের কথা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন কর আল্লাহ্ অবশ্যই সেই সম্পর্কে হিসাব নেবেন।'

(গ) আল্লাহর আদালতে মানুষ দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে।

আল্লাহর নিয়ামাত ভোগ-ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞাসাবাদ।

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ. (আততাকাসুর ॥ ৮)

'অতঃপর অবশ্যই সেই দিন তোমাদেরকে এইসব নিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আমানাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

আল্লাহর প্রতিটি বিধানই এক একটি আমানাত। এই বিধানগুলোর প্রতিপালন সম্পর্কে মানুষকে জওয়া দিহি করতে হবে।

لاَتَزُوْلُ قَدَمُ عَبْدٍ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ . عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ. وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَا فَعَلَ . وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ . وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ. وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَا أَبْلاَهُ.

(আবু বারযাহ আলআসলামী (রা)। জামে আত তিরমিযী।)

'বান্দা এক কদমও নড়তে পারবে না পাঁচটি প্রশ্নের জওয়াব না দিয়ে : তার জীবনকাল সে কিভাবে কাটিয়েছে? অর্জিত জ্ঞান কি কাজে লাগিয়েছে? অর্থ-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে? অর্থ-সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছে? দৈহিক শক্তি কোন কাজে লাগিয়েছে?'

তত্ত্বাবধান দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

রাষ্ট্রপ্রধান, সংগঠন প্রধান, পরিবার-প্রধান প্রমুখ দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তাদের শাসনাধীন বা পরিচালনাধীন ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ اَلاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ اَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا .

(আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা), সহীহ মুসলিম, সহীহ আল-বুখারী)

'তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক (বা দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্ট্র প্রধান (জনগণের) তত্ত্বাবধায়ক। সে তার তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

একজন পুরুষ পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক। সে এই তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী স্বামী গৃহের তত্ত্বাবধায়িকা। সে এই তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'

নিয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

আখিরাতে নাজাতের ভিত্তি হবে ঈমান ও 'আমালুছ ছালিহ।

ইকামাতুছ ছালাত থেকে ইকামাতুদ দীন পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত সকল 'আমলই 'আমালুছ ছালিহ। আর 'আমালুছ ছালিহ গৃহীত হওয়ার শর্ত হচ্ছে ইখলাছুন নিয়াত।

আল্লাহর আদালতে সকল 'আমালুছ ছালিহ-র নিয়াত পুংখানুপুংখরূপে বিশ্লেষণ করা হবে।

'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা খ্যাতি অর্জনের জন্য অর্থ খরচ করে থাকে। এতে কি আমরা পুরস্কার পাব?" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জওয়াব দিলেন, "না।"

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, "আমাদের নিয়াত যদি আল্লাহর পুরস্কার লাভ ও দুনিয়ায় সুনাম অর্জন দুইটাই থাকে।" তিনি বললেন,

اِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَيَقْبَلُ اِلاَّ مَنْ اَخْلَصَ لَه .

'কোন 'আমল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য করা না হলে আল্লাহ তা কবুল করেন না।'
(ইয়াযিদ আর রাকাশী (রা)। ইবনু মারদুইয়া।)

'শেষ বিচারের দিন প্রথম পর্বে এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে যে শহীদ হয়েছে। তাকে আল্লাহ প্রদত্ত সকল নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এইসব নিয়ামাত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে এই সব নিয়ামাত ভোগ করে সে কি করেছে।' সে বলবে, 'আমি আপনার সাথে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি বীররূপে খ্যাতি অর্জনের জন্য লড়াই করেছো। সে খ্যাতি তুমি পেয়েছো।' অতঃপর তার সম্পর্কে ফায়সালা দেয়া হবে। তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'.... (আবু হুরাইরা (রা)। সহীহ মুসলিম।)

এই কঠিন হিসাবের কথা স্মরণ করেই আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান আল্লাহর সমীপে দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا.

'হে আল্লাহ, আমার কাছ থেকে সহজভাবে হিসাব নেবেন।'

৯। ফায়সালা

(ক) কর্তব্য অবহেলার শাস্তি।

জাহান্নাম :

জাহান্নাম কঠিন শাস্তির স্থান। ভয়ংকর আকৃতির ফেরেশতারা সেখানে নিযুক্ত রয়েছে।

আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা পাপীদের গলায় বেড়ি ও দেহে লোহার শিকল পেঁচিয়ে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবেন।

জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি তেজযুক্ত।

ঘন শাস্বরুদ্ধকর ঝাঁঝালো ধোঁয়া জাহান্নামে আবর্তিত হচ্ছে।

জাহান্নামের বিভিন্ন অংশে বিশাল আকৃতির ভয়ংকর বিষধর সাপ রয়েছে।

জাহান্নামীদের দেহ হবে বিশাল আকৃতির।

ফেরেশতারা ভারী গুর্জ দিয়ে আঘাত হেনে জাহান্নামীদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবেন। জাহান্নামীরা ভীষণ চিৎকার করতে থাকবে।

আগুনের উত্তাপে ও পিপাসায় তারা হাঁপাতে থাকবে। তাদেরকে রক্ত-পুঁজ পান করতে দেয়া হবে।

তাদেরকে ভীষণ গরম পানি পান করতে দেয়া হবে।

তাদেরকে কাঁটাযুক্ত, তিক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত যাক্কুম গাছ গিলতে বাধ্য করা হবে।

আরো বহুবিধ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে জাহান্নামে।

اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ. (সহীহ মুসলিম)

'জাহান্নামের সবচে' কম শাস্তি হবে তার যাকে আগুনের ফিতাযুক্ত একজোড়া জুতা পরানো হবে। এতেই তার মাথার মগজ চুলার ওপর হাঁড়ির পানির মতো টগবগ করে ফুটতে থাকবে।'

(খ) কর্তব্য পালনের পুরস্কার।

জান্নাত :

জান্নাত অনাবিল সুখ শান্তির স্থান।

ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে নিয়ে যাবেন।

জান্নাতের বাগানগুলো নয়নাভিরাম। বাগানগুলো পাখপাখালিতে পূর্ণ। জান্নাত ফুলে ফুলে ভরা।

জান্নাতে সুপেয় পানির ঝর্ণা, সুস্বাদু দুধের ঝর্ণা, স্বচ্ছ মধুর ঝর্ণা ও উন্নতমানের পানীয়র ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে।

জান্নাতে রয়েছে অতি সুস্বাদু মাছ, গোশত, রকমারি খাদ্য ও ফলের সমারোহ।

জান্নাতে রয়েছে অনুপম উপাদানে তৈরি সারি সারি প্রাসাদ।

জান্নাতীদের জন্য আরামদায়ক পোশাক, আসন ও শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে।

জান্নাত আলো ঝলমল।

জান্নাতে রয়েছে অগণিত সৌন্দর্য শোভার উপকরণ।

জান্নাতের প্রতিটি বস্তু তুলনাহীন সুঘ্রাণযুক্ত।

জান্নাত উত্তাপ ও শীতের প্রকোপ মুক্ত।

জান্নাতীদের দৈর্ঘ হবে ষাট হাত।

সকলেই হবেন যুবক যুবতী।

জান্নাতে কারো অসুখ হবে না।

আল্লাহ জান্নাতীদেরকে অসাধারণ দৈহিক সৌন্দর্য দান করবেন।

আল্লাহ জান্নাতীদেরকে অসাধারণ সুঘ্রাণযুক্ত করবেন।

জান্নাতে রয়েছে এক বিশাল মার্কেট। এতে জান্নাতী পুরুষেরা প্রতি জুমাবার একত্রিত হবে।

সেখানে প্রবাহিত হাওয়ায় তাদের দেহের সৌন্দর্য বহুগুণ বেড়ে যাবে। তারা প্রাসাদের ফিরে তাদের স্ত্রীদেরকে আরো বেশি রূপ-লাবণ্যে ভরা দেখতে পাবে।

وَاِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَّ مُلْكًا كَبِيْرًا. (আদ্ দাহর ॥ ২০)

'তুমি যেইদিকেই তাকাবে নিয়ামাত আর নিয়ামাতই দেখতে পাবে। আর দেখতে পাবে এক বিশাল সাম্রাজ্য।'

সম্ভবত জাহান্নামের অংশটুকু ছাড়া বাকি বিশ্বজাহানকে জান্নাতে রূপান্তরিত করা হবে। সেই ইংগিত রয়েছে নিম্নের আয়াতগুলোতে।

وَسَارِعُوْآ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّموتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ .

(আলে ইমরান ॥ ১৩৩)

'দ্রুত এগিয়ে চল সেই পথে যেই পথে রয়েছে তোমাদের রবের মাগফিরাত ও জান্নাত যার প্রশস্ততা আসমান ও পৃথিবীর প্রশস্ততার সমান। এটি মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।'

سَابِقُوْآ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. (আলহাদীদ ॥ ২১)

'প্রতিযোগিতা করে দ্রুত এগিয়ে চল তোমাদের রবের মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও পৃথিবীর প্রশস্ততার সমান।'

জান্নাতীরা যা চাইবে, তা-ই পাবে।

لَهُمْ مَا يَشَائُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ. (কা-ফ ॥ ৩৫)

'জান্নাতে তারা যা চাইবে, তা-ই পাবে। আর আমার নিকট আরো অনেক কিছু রয়েছে তাদের জন্য।'

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ. (আস সাজদা ॥ ১৭)

'তাদের চোখ জুড়াবার জন্য আমি যেইসব জিনিস গোপন করে রেখেছি তা তাদের কারোই জানা নেই।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন,

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ.

(সহীহ্ আল বুখারী)

'আমি আমার ছালিহ্ বান্দাদের জন্য এমন কিছু মওজুদ রেখেছি যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, যার কথা কোন কান কখনো শুনেনি এবং যার ধারণা কোন মানুষের হৃদয়ে কখনো উদিত হয়নি।'

আল্লাহর সৃষ্টি ক্ষমতা সীমাহীন। তিনি নতুন নতুন নিয়ামাত সৃষ্টি করে জান্নাতীদেরকে উপহার দিতে থাকবেন।

আল্লাহ্ জান্নাতীদেরকে তাঁর দর্শন দান করে ধন্য করবেন।

আল্লাহর দর্শনই হবে জান্নাতীদের নিকট সবচে' বেশি আনন্দের বিষয়।

উল্লেখ্য,মানুষের কর্মস্থল ছোট্ট, কর্তব্য সুমহান, পুরস্কার বিশাল।

১০। উপসংহার

অনন্ত জীবন ও অক্ষয় সাম্রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনের গভীরে প্রোথিত।

এই আকাঙ্ক্ষাকে উসকিয়ে দিয়েই প্রথম মানুষ আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে (রা) আল্লাহর নাফরমানি করতে প্ররোচিত করেছিলো ইবলীস।

قَالَ يادَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَيَبْلى. (তা-হা ॥ ১২০)

‘সে বলেছিলো, “ওহে আদম, আমি কি তোমাকে এমন গাছের কথা বলবো যার ফল খেলে অনন্ত জীবন ও অক্ষয় সাম্রাজ্য লাভ করা যায়?’

ধোঁকায় পড়ে আদম (আ) নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। আল্লাহ যখন তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দেন, তিনি লজ্জিত হন, অনুতপ্ত হন এবং তাওবা করেন। আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করেন। অতপর তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন।

দুনিয়ার জীবন অনন্ত জীবন নয়। দুনিয়ার প্রাপ্তি অক্ষয় প্রাপ্তি নয়।

অতএব দুনিয়াতে অনন্ত জীবন এবং অক্ষয় সাম্রাজ্য লাভের আশায় বিভোর হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

দুনিয়ার জীবনে জীবন ধারণের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ হলেই সন্তুষ্ট থাকা এবং একনিষ্ঠভাবে খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করাই আখিরাতে অনন্ত জীবন ও অক্ষয় সাম্রাজ্য লাভ করার একমাত্র উপায়।

--------- o--------